

হুক ও বাতিল

ড. ইউসুফ আল কারজাভি (রহ.)

মু. সাজ্জাদ হোসাইন খান
ইউসুফ আব্দুল্লাহ
অনূদিত



ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালায় জন্যই নিবেদিত, যিনি আমাদের সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। তিনি যদি আমাদের সঠিক পথের দিশা না দিতেন, তাহলে আমরা কোনোদিনই সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারতাম না। প্রশংসা নিবেদন করছি ওই রবের, যার রাসূলগণ আমাদের কাছে হকের বার্তা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি, যিনি হিদায়াত ও হক দ্বীনসহ আগমন করেছিলেন; যাতে সকল দ্বীনের ওপর এই দ্বীনকে বিজয়ী করতে পারেন। সালাত ও সালাম আরও বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরিবার-পরিজন ও সাহাবিদের প্রতি, যারা ছিলেন হকের একনিষ্ঠ অনুসারী। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক ওই সকল ব্যক্তির প্রতি, যারা হকের অনুসরণ করছেন, এর দিকে মানবতাকে আহ্বান জানাচ্ছেন এবং কিয়ামত অবধি যারা এই কাজ করে যাবেন।

আমাদের এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে—‘হক’ বা সত্য। আমাদের আলোচনার প্রধান উৎস হচ্ছে আল কুরআনুল কারিম আর আলোচনা পদ্ধতি হচ্ছে ‘পারস্পরিক কথোপকথন’ বা আলাপচারিতা। এই গ্রন্থটি মূলত ‘হক’-বিষয়ক একটি কুরআনি অধ্যয়ন। ‘হক’ বলতে কুরআনুল কারিমে কী বোঝানো হয়েছে এবং কীভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানব ফিতরাতে মাঝেই হকের প্রতি ভালোবাসা ও তা তালাশের এক সুতীব্র বাসনা গেঁথে দিয়েছেন, এই গ্রন্থে আমরা তা নিয়েই আলোচনা করার প্রয়াস পাব। হক জানা এবং হকের পথে পরিচালিত হতে একটিমাত্র নিরাপদ মহাসড়কই আমাদের সামনে বিদ্যমান। আর এই মহাসড়কের নাম হচ্ছে—ইলাহি ওহি। হক লাভের এই একমাত্র মহাসড়ক ‘ইলাহি ওহি’ নিয়েও আমরা এই গ্রন্থে আলোকপাত করব। ইলাহি ওহি ও মানব আকলের মাঝে সম্পর্কের রূপরেখা কী এবং ওহি কোন কোন বিষয়ে মানব আকলকে চিন্তা-ফিকির করার অবকাশ দিয়েছে, তা নিয়েও আমরা আলোচনা করব।

দুনিয়ায় মানবজাতির হকের পরিচয় লাভ এবং হকের পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য একমাত্র যেই ঐশী পথনির্দেশনা আছে, তা হচ্ছে আল কুরআনুল কারিম। আল্লাহ তায়ালা এই কুরআনকে দান করেছেন স্পষ্টতা, প্রভাব বিস্তার করার শক্তি, ব্যাপকতা ও চিরস্থায়িত্বের গুণ। আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে সকল বিষয়ের নির্দেশনাসংবলিত গ্রন্থ করেই নাজিল করেছেন। এই মহান পথনির্দেশক কিতাব আল কুরআনুল কারিম নিয়েও আমরা আমাদের এই গ্রন্থে আলোচনা করার প্রয়াস পাব। আরও আলোচনা করব, কীভাবে মুসলমানরা পথভ্রষ্ট ও লাঞ্ছিত হল; যখন তারা কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

এরপর আমাদের আলোচনায় আসছে—‘হক’ বা সত্যের ব্যাপারে মানুষের অবস্থান, অজ্ঞতা ও গাফিলতি কিংবা অবাধ্যতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণের ফলে হকের প্রতি মানুষের অনীহা, হক থেকে মানুষের মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও হকপন্থীদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করার প্রসঙ্গ। আমাদের আলোচনায় আরও আসছে, কিছু কিছু মানুষ হক তালাশ করার পরেও কেন হক পথের দিশা পায় না?

এরপর মানুষ যখন হকের পরিচয় লাভ করার পর হক পথে চলতে শুরু করে, তখন তার ওপর কী কী দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হয় এবং সে যদি হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বে হকের ওপর অবিচল থাকতে পারে, তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে তার জন্য কী কী প্রতিদান অপেক্ষা করছে, তা নিয়েও আমরা এখানে আলোকপাত করার চেষ্টা করব। সর্বশেষ আমরা কথা বলব, বর্তমান দুনিয়া পরিচালনাকারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল্যবোধ নিয়ে। কথা বলব এই সভ্যতার মাঝে কী কী হক ও বাতিল আছে, তা নিয়ে।

আমরা আমাদের এই ছোট্ট গ্রন্থটিতে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় উপরিউক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব। আমাদের আলোচনায় আমরা সকল প্রকার দুর্বোধতা, দার্শনিক মারপ্যাচ ও কৃত্রিমতা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করব। এই গ্রন্থে আমাদের আলোচনার তরিকা হচ্ছে, নিবেদিতপ্রাণ উসতাজের সাথে শিক্ষানবিশ এক ছাত্রের কথোপকথন বা আলাপচারিতা। আমাদের পূর্ববর্তী মহৎপ্রাণ আলিমরাও এই ‘কথোপকথন’ তরিকা অনুসরণ করে গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ, আমরা ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর কথা বলতে পারি। সুন্নি ও কাদরিয়া এবং কাদরিয়া ও জাবরিয়ার মাঝে যে বিষয়গুলো নিয়ে বিবাদ বা বিরোধ আছে, তা উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি এই ‘কথোপকথন’ তরিকা অনুসরণ করেছেন।

আধুনিক কালেও আমরা দেখতে পাই, শাইখ রশিদ রিদা তাঁর মুহাওয়ারাতুল মুসলিহি ওয়াল মুকাল্লিদ কিতাবে এই তরিকা অনুসরণ করেছেন। এ ছাড়াও মুহাওয়ারাতুল শাইখ মারজুক ও শাইখ হুসাইন জিসরের আল জাওয়াবুল ইলাহি আনিল ইলমি ওয়াল ফালসাফাহ কিতাবেও এই কথোপকথন তরিকা অবলম্বন করা হয়েছে। এমনিভাবে, তাঁর ছেলে শাইখ নাদিম জিসরও তাঁর মশহুর কিতাব কিসসাতুল ঈমান বাইনাদ দ্বীনি ওয়াল ইলমি ওয়াল ফালসাফাহ এই তরিকা অনুসরণ করেই রচনা করেছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারিম নিজেও উলুহিয়াত, রিসালাত, পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের মতো ইসলামি আকিদার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রমাণ করতে পারস্পরিক কথোপকথনের তরিকা অবলম্বন করেছে। আল কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন নবি-রাসূলের সাথে তাঁদের জাতির ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির বর্ণনাভঙ্গি লক্ষ্য করলে বিষয়টি আমাদের কাছে আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

কুরআনি অধ্যয়ন শীর্ষক এ ছোট্ট গ্রন্থটির মাধ্যমে আমি শিক্ষিত যুবসমাজের সামনে হকের পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি; যাতে ‘হক’ তাদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে এবং তারা হকের ওপর ঈমান আনে, এর সাহায্যকারী ও অনুসারী একনিষ্ঠ সৈনিকে পরিণত হয়ে যায়।

আমি আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি, তিনি মুসলমানদের হৃদয়ে এই গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন। আফ্রিকা থেকে বহু মুসলমান ভাই এই গ্রন্থটি চেয়ে আমার কাছে

চিঠি লিখেছেন। আমাদের তুর্কি ভাইয়েরা ইতোমধ্যে তুর্কি ভাষায় এই গ্রন্থটির অনুবাদও করে ফেলেছেন। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করছি, তিনি যেন আমাদের এই গ্রন্থটি একমাত্র তাঁর সম্ভষ্টির উদ্দেশ্যে কবুল করেন এবং এর লেখক, পাঠক ও প্রকাশককে উত্তম প্রতিদান দান করেন।

ও আল্লাহ, আপনি আমাদের সত্যকে সত্য হিসেবে দেখান এবং এর অনুসরণ করার তাওফিক দিন। আপনি আমাদের বাতিলকে বাতিল হিসেবে দেখান এবং এর থেকে দূরে থাকার তাওফিক দান করেন, আমিন!

ড. ইউসুফ আল কারজাভি

হক ও বাতিল

ছাত্র ও উসতাজ মুখোমুখি বসে আছেন। ছাত্রের চোখে-মুখে প্রশ্নাতুর অবয়ব। দেখলেই মনে হবে, তার চোখের তারায় খেলা করছে সহস্রাধিক প্রশ্নের মিছিল। কণ্ঠে কিছুটা উৎকর্ষ। এটা অবশ্য বয়সের কারণেও হতে পারে।

অন্যদিকে উসতাজ শান্ত নদীর মতো বসে আছেন। তার চোখ সীমাহীন তৃপ্তির প্রতিচ্ছবি। প্রশান্ত হৃদয় প্রভাব বিস্তার করছে সমগ্র চেহারায়। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী। কোনো তাড়না নেই তার।

—তরুণ ছাত্রটি উসতাজকে বলল : উসতাজ, আপনি তো প্রায়ই আমাদের সামনে হক সম্পর্কে আলোচনা করেন। হকের জন্য বেঁচে থাকাকে আপনিই আমাদের কাছে প্রিয় করে তুলেছেন। আবার হকের জন্য জীবনবাজি রাখতে, জীবন বিলিয়ে দিতে আপনিই আমাদের শিখিয়েছেন; কিন্তু উসতাজ, আপনি আমাদের শিখিয়েছেন—কোনো বিষয়ে কাজ করা বা কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগেই যেন আমরা সেই বিষয়টির সংজ্ঞায়ন ঠিক করে নিই; বুঝে নিই তা কী নির্দেশ করছে, কী বোঝাতে চাচ্ছে। যাতে আমাদের কাছে আমাদের গন্তব্য পরিষ্কার থাকে এবং আমাদের রাস্তা নিয়েও যেন আমাদের মাঝে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ না থাকে।

তাই উসতাজ, এখন প্রশ্ন হচ্ছে—আমরা যে ‘হক’ নিয়ে কথা বলছি, আলোড়িত হচ্ছি; এই শব্দটির অর্থ কী, এটা কী নির্দেশ করছে?

ছাত্রের কথায় উসতাজ কিছুটা অবাকই হলেন।

—উসতাজ বললেন : তুমি ভালো প্রশ্নই করেছ। হক শব্দটির হরফ (বর্ণ) সংখ্যা কম হলেও এর অর্থ অনেক ব্যাপক ও বিশাল। বিভিন্ন শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরা এই শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন অর্থে।

- ফিলোসফাররা হক শব্দটি ব্যবহার করেছেন তিনটি সুউচ্চ মৌলিক মূল্যবোধের একটি বোঝাতে। এই তিনটি সুউচ্চ মৌলিক মূল্যবোধ হচ্ছে— সত্য (হক), কল্যাণ (খাইর) ও সৌন্দর্য (জামাল)।
- নীতিশাস্ত্রবিদরা হক শব্দটি ব্যবহার করেছেন একজন মানুষের অন্য একজন মানুষের ওপর কী অধিকার (Rights) আছে, তা বোঝাতে। তারা হক শব্দটিকে ব্যবহার করেন দায়িত্ব ও কর্তব্যের (Responsibilities) বিপরীত শব্দ হিসেবে। তাই তারা বলে থাকেন—‘প্রতিটি অধিকারের বিপরীতেই আছে একটি দায়িত্ব।’
- আবার আইনবিদরা হক শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন ভিন্ন অর্থে। তাদের মতে, হক শব্দটি Rights in Rem, I Rights in Personam উভয়ই शामिल করে। এমনকি আইনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার অধ্যয়নকেও (আরবিতে) دراسة الحقوق বা Studying Law বলা হয়।

- আর আল কুরআনুল কারিম ‘হক’ শব্দটিকে ব্যবহার করেছে ‘বাতিল ও ভ্রষ্টতা’ বিপরীত শব্দ হিসেবে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَلُ...

‘হক ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কী থাকে?’^১

—ছাত্রটি বলল : আমার মনে হচ্ছে, হক শব্দের সর্বশেষ অর্থটিই এখানে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। এর সাথেই সবাই নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চায়। এর বিশেষণেই সবাই নিজেকে বিশেষিত করতে চায়; এমনকি সে যদি হকপন্থি কিংবা হকের ধারক-বাহক নাও হয়। আবার এর বিপরীত বিষয়টি অর্থাৎ বাতিলের সাথে কেউ নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চায় না। এর বিশেষণে কেউ নিজেকে বিশেষিত করতে চায় না; এমনকি বাস্তবে সে যদি বাতিলপন্থিও হয়, বাতিলের সাহায্যকারীও হয়।

—উসতাজ বললেন : এটাই তো বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে। কেননা, সকল বাতিলপন্থিই ধারণা করে, দাবি করে, তারা হকের ওপরে আছে। কেউ দাবি করে মূর্খতা ও গাফিলতির কারণে, আবার কেউ দাবি করে তাদের গোঁড়ামি ও একগুঁয়েমির কারণে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ-

‘আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না, তারা বলে, আমরা তো কেবল সংশোধনকারী।’^২

কিন্তু বাবা, আমি তোমার হাতে এমন একটি আলোকমশাল তুলে দিতে চাই, এমন একটি বাতি ধরিয়ে দিতে চাই, যা তোমার কাছে হকের অর্থ স্পষ্ট করে তুলে ধরবে।

শোনো বাবা, হক হচ্ছে স্থায়ী, অনড়, সুপ্রতিষ্ঠিত আর বাতিল হচ্ছে অস্থায়ী, ধ্বংসশীল ও পরিবর্তনশীল। প্রতিটি সুস্থ মানব ফিতরাত এই কথারই সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং যেসব বিষয়ের বৈশিষ্ট্য স্থায়িত্ব ও টিকে থাকা, তা-ই হক; আর যেসব বিষয়ের বৈশিষ্ট্য ধ্বংস ও বিলীন হয়ে যাওয়া, তা-ই বাতিল।

আমরা যদি বিশ্বজাহানের দিকে তাকাই, তাহলে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামিন ছাড়া এই বিশাল সৃষ্টিজগতে আর কোনো কিছুকেই স্থায়িত্ব ও অবিনশ্বরতার গুণে গুণান্বিত দেখতে পাব না। তাঁর অস্তিত্ব স্বয়ং নিজ থেকেই (لذاته); অন্য কেউ তাঁকে অস্তিত্বে নিয়ে আসেনি। তিনি ছাড়া আর যা কিছু আছে, যারা আছে, কারও অস্তিত্বই স্বয়ং নয়, কেউই নিজ ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। তাদের সবাইকেই অস্তিত্বে এনেছে অন্য কেউ। সবাই-ই একসময় ছিল না। তারপর শূন্য থেকে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। আবার তাদের সৃষ্টি করাও হয়েছে নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য। সেই সময়ের পর তাদের অস্তিত্ব আবার বিলীন হয়ে যাবে। বন্ধ হয়ে যাবে হায়াত কিতাবের পাতা।

^১ সূরা ইউনুস : ৩২

^২ সূরা বাকারা : ১১

অতএব, যেই সুস্পষ্ট ও অকাট্য মহাসত্যের ব্যাপারে মানুষের ফিতরাত ও আকল সাক্ষ্য দিচ্ছে, সাক্ষ্য দিচ্ছে বিশ্বজাহান নামক কিতাবের প্রতিটি পঙ্ক্তি বরং প্রতিটি হরফ, তা হচ্ছে—একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই হক। তিনি ছাড়া আর যা কিছু আছে, তার সবই বাতিল। আল্লাহ তায়ালা হক কিতাব আল কুরআনুল কারিম—এ ঘোষণাই বয়ান করেছে অসংখ্য সূরায়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصِرُّونَ -

‘অতএব তিনিই আল্লাহ, তোমাদের হক রব। হক ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কী থাকে? কাজেই তোমাদের কোথায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?’^৩

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

‘এটা এই জন্য যে, আল্লাহই হক এবং তিনিই মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।’^৪

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ -

‘এজন্যও যে, নিশ্চয় আল্লাহ, তিনিই হক এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, তা তো বাতিল। আর নিশ্চয় আল্লাহ, তিনিই সমুচ্চ, সুমহান।’^৫

এই ব্যাপারে নবিজি বলেছেন—‘সবচেয়ে বড়ো সত্য কথা এক কবি বলেছেন।’ কবি লাবিদ বলছেন—‘আল্লাহ ছাড়া আর যা কিছু আছে, তার সবই বাতিল।’

যে-ই এই মহাসত্য থেকে, এই হাকিকত থেকে গাফিল থাকবে, বিচ্যুত হবে, অচিরেই সে এই ব্যাপারে জানতে পারবে। সে এই হাকিকত জানতে পারবে আগামীকাল—কিয়ামতের দিন। সেদিন তার চোখের সামনে থেকে সকল পর্দা সরে যাবে। আর হক তার সামনে হাজির হবে সকল প্রকার নকল অবগুষ্ঠন ও ছদ্ম আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন—

يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ -

‘সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য হক পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই হক, স্পষ্ট প্রকাশক।’^৬

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ -

^৩ সূরা ইউনুস : ৩২

^৪ সূরা হজ : ০৬

^৫ সূরা হজ : ৬২

^৬ সূরা নুর : ২৫

‘আর আমরা প্রত্যেক জাতি থেকে একজন সাক্ষী বের করে আনব এবং বলব, তোমাদের প্রমাণ হাজির করো। তখন তারা জানতে পারবে, ইলাহ হওয়ার হক একমাত্র আল্লাহরই আর তারা যা মিথ্যা রটনা করত, তা তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে।’^৭

এতক্ষণ আমরা যা কিছু বললাম, তার সবকিছুর সারনির্যাস হচ্ছে কুরআনের এই আয়াতটি—

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ-

‘আল্লাহর সত্তা ছাড়া বাকি সবকিছুই ধ্বংসশীল। বিধান দেওয়ার অধিকার তাঁরই আর তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে।’^৮

—ছাত্রটি এবার উসতাজকে বলল : আপনি সত্যিই আমার হাতে এক আলোকমশাল ধরিয়ে দিয়েছেন, যা আমার পথকে আলোকিত করেছে। পরীক্ষার করে দিয়েছে আমার গন্তব্য। আমার হৃদয় গহিনের ফিতরাতও আমাকে এ কথাই বলছে, নিশ্চয়ই একমাত্র আল্লাহই সুস্পষ্ট হক।

কিন্তু উসতাজ, আমার আরেকটি প্রশ্ন আছে।

—উসতাজ বললেন : বলো, কী জানতে চাও। মনে রেখো, জ্ঞান হচ্ছে গুপ্ত ভান্ডার আর তার চাবি হচ্ছে প্রশ্ন।

—ছাত্রটি প্রশ্ন করল : উসতাজ, আমরা বিভিন্ন সময় কিছু কিছু কথাবার্তা, কাজকর্ম, চিন্তা-আদর্শ ও মতবাদকে হক আবার কিছু কিছু কথাবার্তা, কাজকর্ম, চিন্তা-আদর্শ ও মতবাদকে বাতিল হিসেবে অভিহিত করে থাকি। কীভাবে, কীসের ভিত্তিতে এগুলোকে হক বা বাতিল বলে আখ্যায়িত করি?

—উসতাজ জবাব দিলেন : শোনো বাবা, কোনো বিষয় ‘হক’ হিসেবে অভিহিত হয় তার সাথে ‘মুতলাক হক’ (Absolute Truth) অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সম্পর্ক কতটুকু কিংবা তিনি এই ব্যাপারে রাজিখুশি কি না, তার ভিত্তিতে। আবার কোনো বিষয় বাতিল হিসেবে অভিহিত হয় তার সাথে মুতলাক হক অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা দূরত্ব কতটুকু কিংবা এই ব্যাপারে আল্লাহ কতটুকু নাখোশ, তার ভিত্তিতে।

সুতরাং যা কিছুই আল্লাহ তায়ালা পক্ষ থেকে এসেছে, তা-ই হক। আর যা কিছু আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু থেকে এসেছে, তা-ই বাতিল।

অতএব, তুমি যখন জানতে পারলে আল্লাহ তায়ালাই হক, তাহলে তোমার জেনে রাখা উচিত—আল্লাহর কথা হক, তাঁর কাজকর্ম হক। তিনি এক সুউচ্চ সুমহান সত্তা; তিনি কোনো বাতিল কথা বলেন না এবং কোনো বাতিল কাজও করেন না।

এ কারণেই যারা বুদ্ধিমান, তারা আল্লাহর কাছে দুআ করে এভাবে—

^৭ সূরা কাসাস : ৭৫

^৮ সূরা কাসাস : ৮৮

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَلِيلًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

‘যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহর জিকির করে এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করে, আর বলে—ও আমাদের রব, আপনি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করেননি, আপনি অত্যন্ত পবিত্র। অতএব, আপনি আমাদের জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করুন।’^৯

তাই অনেকে মনে করে, এই বিশাল সৃষ্টিজগতের পেছনে কোনো হেকমত বা প্রজ্ঞা নেই, মানবজীবনের মহৎ কোনো উদ্দেশ্য নেই; বরং এগুলো এমনি এমনিই অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে। আল কুরআন তাদের এহেন ধারণা দৃঢ়ভাবে নাকচ করে দিয়েছে। কুরআন তাদের এহেন বাতুল ধারণায় বিস্ময় প্রকাশ করেছে। কুরআন বলছে, আল্লাহ তায়ালা হাকিম, মহাপ্রজ্ঞাময়। আর প্রজ্ঞাময়ের সকল কাজই অনর্থকতা থেকে মুক্ত। তাঁর কোনো কাজেই বাতুলতা নেই। তিনি এসব থেকে অনেক উর্ধ্বে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ- فَتَعٰلٰى اِلٰهُكَ الْحَقُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ-

‘তোমরা কি মনে করেছিলে, আমরা তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না? সুতরাং আল্লাহ মহিমান্বিত, প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া আর কোনো হক ইলাহ নেই; তিনি সম্মানিত আরাশের রব।’^{১০}

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعٰبِلِينَ- مَا خَلَقْنٰهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ-

‘আর আমরা আসমান, জমিন ও এ দুয়ের মধ্যকার কোনো কিছুই খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি; আমি এই দুটিকে (আসমান ও জমিন) হকসহই সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।’^{১১}

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ-

‘আর আমরা আসমান, জমিন ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি। অনর্থক সৃষ্টি করার ধারণা তাদের, যারা কুফরি করেছে। কাজেই যারা কুফরি করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।’^{১২}

^৯ সূরা আলে ইমরান : ১৯১

^{১০} সূরা মুমিনুন : ১১৫-১১৬

^{১১} সূরা দুখান : ৩৮-৩৯

অতএব, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলদের জবানিতে আমাদের যা কিছু সংবাদ দিয়েছেন, তার সবই হক। তিনি তাঁর নাজিল করা কিতাব ও প্রেরণ করা রাসূলদের মাধ্যমে আমাদের জন্য যেই সকল বিধিবিধান প্রণয়ন করেছেন, তার সবকিছুই হক। আল্লাহ তায়ালা বলছেন—

وَتَبَّتْ كَيْدُكَ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا...^{১৩}

‘আর হক ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার রবের কালিমা পরিপূর্ণ।’^{১৩}

অতএব, আল্লাহ তায়ালা গায়েবি জগৎ, জীবনের সমাপ্তি ও আখিরাতের হাকিকত সম্পর্কে আমাদের যা যা সংবাদ দিয়েছেন, তার সবকিছুই হক। এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করা, এগুলোর বিশুদ্ধতা মেনে নেওয়া এবং এসব যে অবশ্যই ঘটবে, তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা আমাদের কর্তব্য।

এই মূলনীতির (অর্থাৎ যা কিছু মুতলাক হক আল্লাহর পক্ষ থেকে, তা-ই হক) ভিত্তিতেই আল্লাহর ওয়াদা হক, মৃত্যু হক, কিয়ামত হক, হিসাব-নিকাশ হক, জান্নাত হক এবং জাহান্নামও হক। আল্লাহ তায়ালা বলছেন—

وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا-

‘আর আমার রবের ওয়াদা হক।’^{১৪}

إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ...

‘নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা হক।’^{১৫}

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ-

‘মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যই আসবে; এ তো তা-ই, যা থেকে তুমি পালাতে চাচ্ছিলে।’^{১৬}

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ ۖ قُلْ إِيَّايَ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ-

‘আর তারা আপনার কাছে জানতে চায়, এটা (আজাব) কি হক? বলুন, হ্যাঁ, আমার রবের শপথ! এটা অবশ্যই হক আর তোমরা কিছুতেই (আল্লাহকে) অপারগ করতে পারবে না।’^{১৭}

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْبَيِّنَاتِ ۖ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ- يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ۖ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۖ إِلَّا إِنَّ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ-

^{১২} সূরা সাদ : ২৭

^{১৩} সূরা আনআম : ১১৫

^{১৪} সূরা কাহাফ : ৯৮

^{১৫} সূরা লুকমান : ৩৩

^{১৬} সূরা কুফ : ১৯

^{১৭} সূরা ইউনুস : ৫৩

‘আল্লাহ, যিনি নাজিল করেছেন হক সহকারে কিতাব ও মিজান। আর কীসে আপনাকে জানাবে, সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন? যারা এটাতে ঈমান রাখে না, তারাই তা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা তা থেকে ভীত থাকে এবং তারা জানে, তা অবশ্যই হক। জেনে রাখুন, নিশ্চয় কিয়ামত সম্পর্কে যারা বাকবিতণ্ডা করে, তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে নিপতিত।’^{১৮}

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ -

‘আর যারা কুফরি করেছে, যেদিন তাদের হাজির করা হবে জাহান্নামের আগুনের কাছে, (সেদিন তাদের বলা হবে) এটা কি হক নয়? তারা বলবে, আমাদের রবের শপথ! অবশ্যই হ্যাঁ। তিনি বলবেন, সুতরাং শাস্তি আশ্বাদন করো। কারণ, তোমরা কুফরি করেছিলে।’^{১৯}

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -

‘আর আপনি প্রত্যেক জাতিকে দেখবেন ভয়ে নতজানু, প্রত্যেক জাতিকে তার কিতাবের দিকে ডাকা হবে, (এবং বলা হবে) আজ তোমাদের তারই প্রতিফল দেওয়া হবে, যা তোমরা আমল করতে। এই আমাদের কিতাব, যা তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে হকভাবে। নিশ্চয় তোমরা যা আমল করতে, তা আমরা লিপিবদ্ধ করেছিলাম।’^{২০}

একজন বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক, জীবন ও জগতের সাথে তার সম্পর্ক, এক ব্যক্তির সাথে অপর ব্যক্তির সম্পর্ক, পরিবার ও সমাজের একজন সদস্যদের সাথে অপর একজন সদস্যদের সম্পর্ক কেমন হবে, এ নিয়ে আল্লাহ তায়ালা যেসব বিধান নাজিল করেছেন, তার সবই হক। এই বিধানগুলো আমাদের যাবতীয় সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ ও সুশৃঙ্খল করে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই বিধানগুলো মেনে নেওয়া এবং তাঁর আদালতের (ন্যায়পরায়ণতার) কাছে নিজেদের সঁপে দেওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا -

‘আমরা তো আপনার কাছে হকসহ কিতাব নাজিল করেছি, যাতে আপনি আল্লাহ আপনাকে যা জানিয়েছেন, সে অনুযায়ী মানুষের মাঝে বিচার-ফয়সালা করতে পারেন। আর আপনি বিশ্বাসঘাতকদের স্বপক্ষে বিতর্ককারী হবেন না।’^{২১}

^{১৮} সূরা শূরা : ১৭-১৮

^{১৯} সূরা আহকাফ : ৩৪

^{২০} সূরা জাসিয়া : ২৮-২৯

^{২১} সূরা নিসা : ১০৫

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ...

‘আর আমরা আপনার কাছে হকসহ কিতাব নাজিল করেছি, আগের কিতাবগুলোর সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর তদারককারী হিসেবে। সুতরাং আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, সে অনুযায়ী আপনি তাদের মাঝে বিচার-ফয়সালা করুন আর হক আপনার কাছে এসেছে, তা ছেড়ে তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না।’^{২২}

—এবার ছাত্রটি বলল : হক যদি এতটাই স্পষ্ট হয়ে থাকে, এতটাই সহজ-সরল হয়ে থাকে—যেমনটি আপনি বললেন, তাহলে মানুষ কেন হক পথ নির্ধারণ এবং বাতিল থেকে হককে তফাতকারী মানদণ্ড নির্বাচন করতে এত মতবিরোধ করে?

—বয়োজ্যেষ্ঠ উসতাজ জবাবে বললেন : শোনো বাবা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি মানুষের ফিতরাতের মাঝে হকের প্রতি ভালোবাসা, হক তালাশ করা এবং হকের পথে ধাবিত হওয়ার প্রবণতা দান করেছেন। এমনভাবে আল্লাহ তায়ালা মানব আকলকে দিয়েছেন হকের পরিচয় লাভ করা ক্ষমতা। তারপর এগুলোকে আরও পূর্ণতা দিতে নাজিল করেছেন আসমানি কিতাব ও রিসালাত। এর মাধ্যমে আমরা যেন আকলকে সঠিক পথে চালাতে পারি, যাতে সে ধোঁকায় না পড়ে এবং ভ্রষ্টতার পথে পা না বাড়ায়। আমরা যেন বাঁচাতে পারি আমাদের ফিতরাতকে কলুষতা ও পঙ্কিলতা থেকে, যাতে সে বিচ্যুত না হয় এবং তার মূল হাকিকতকে ভুলে না যায়।

আর এভাবেই সকল মানুষ একতাবদ্ধ হতে পারে একটি কালিমার ওপর এবং দিশা পেতে পারে সুস্পষ্ট সত্য শুদ্ধ পথের। তুমি আমার সাথে এই আয়াতটি পড়ো আর বোঝার চেষ্টা করো, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ...

‘সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত। তারপর আল্লাহ নবিদের পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং তাদের সাথে হকসহ কিতাব নাজিল করেন, যাতে মানুষেরা যেইসব বিষয়ে মতভেদ করত, তারা সেইসবের মীমাংসা করতে পারেন।’^{২৩}

শোনো বাবা, আমি মনে করি এই ব্যাপারে তুমি আমার সাথে একমত হবে। কেউ যদি কোনো গ্রন্থকারের চিন্তা কিংবা কোনো মুফাক্কিরের মৌলিক অবদান জানতে চায় অথবা কোনো সংস্কারকের মৌলিক শিক্ষাগুলো জানতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই সেই লেখক-চিন্তক বা সংস্কারের রচিত বইপুস্তক পড়তে হবে। তার প্রচারিত আলোচনা-কথাবার্তা শুনতে হবে। আর হক জানার ব্যাপারেও আমরা একই কথা বলব—

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى...

^{২২} সূরা মায়েরা : ৪৮

^{২৩} সূরা বাকারা : ২১৩

‘আল্লাহর জন্যই রয়েছে সর্বোত্তম উপমা।’^{২৪}

তাই যে ব্যক্তি কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি ছাড়া সঠিকভাবে হক জানতে চায়, সে যেন আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলদের কাছ থেকে তা জেনে নেয়।

হক জানা এবং হক পথের দিশা পেতে আমি মানব আকল ও বিশুদ্ধ ফিতরাতে ভূমিকা অস্বীকার করছি না। নিশ্চয়ই এই দুটি আল্লাহ তায়ালা দেওয়া অনেক বড়ো নিয়ামত। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এই নিয়ামত দিয়েছেন, এগুলোর মাধ্যমে উপকৃত হতে, এগুলোকে অকেজো করে রাখতে নয়।

বিশুদ্ধ আকল ও বিশুদ্ধ ফিতরাত হচ্ছে এমন মিজান বা মানদণ্ড, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের চিন্তা ও বিশ্বাসকে মেপে থাকি, যেমনিভাবে দাঁড়িপাল্লার সাহায্যে আমরা জড়বস্তু মাপি। ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহ তায়ালা যেমন আকল ও ফিতরাতে মিজান দান করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে মানবজাতিকে মিজান হিসেবে আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন একটি নির্ভুল কিতাব। আল্লাহ তায়ালা বলছেন—

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْيِزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ-

‘আল্লাহ, যিনি নাজিল করেছেন হক সহকারে কিতাব এবং মিজান। আর কীসে আপনাকে জানাবে, সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন?’^{২৫}

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْيِزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ...

‘অবশ্যই আমরা আমাদের রাসূলদের পাঠিয়েছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সাথে নাজিল করেছি কিতাব ও মিজান (ন্যায়ে পাল্লা), যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমরা আরও নাজিল করেছি লোহা, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ।’^{২৬}

কিতাবি মিজানের পাশাপাশি অবশ্যই আকলি মিজানকে রাখতে হবে। কেননা, আকলের মাধ্যমেই মানুষ জানতে পারে কিতাবের সত্যতা, নবুয়তের বিশুদ্ধতা ও রাসূলের সত্যবাদিতা; বরং এই আকল ও ফিতরাতে মাধ্যমেই মানুষ তার রবের ব্যাপারে জানতে পারে, যিনি সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর পথনির্দেশ দান করেছেন।

তাই আকলি মিজান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু আসমানি কিতাবের আলোকদিশা ছাড়াও আবার এর কোনো মূল্য নেই। মানুষ কখনোই আসমানি কিতাবের অমুখাপেক্ষী হতে পারে না, যদি না সে তার খালেক থেকে অমুখাপেক্ষী হয়। আর এটা কখনোই সম্ভব নয়।

^{২৪} সূরা নাহল : ৬০

^{২৫} সূরা শূরা : ১৭

^{২৬} সূরা হাদিদ : ২৫

—এবার ছাত্রটি বলল : উসতাজ, আপনি যা বললেন, তার সবই আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু অন্তরের প্রশান্তি এবং আরও পরিষ্কার বুঝের জন্য আপনার কাছে আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই। প্রশ্ন হচ্ছে—আমরা মানুষ, বসবাস করি জমিনে। তাহলে কেন আসমান থেকে আমাদের হক তালাশ করতে হবে? হক জানতে এটা কি আমাদের জন্য একটা প্রতিবন্ধকতা নয়? আমরা নিজেরা কেন নিজেদের জন্য হকের মানদণ্ড নির্ধারণ করতে পারি না?

—উসতাজ জবাব দিলেন : শোনো বাবা, তুমি তো বুদ্ধিমান ছেলে। তোমার বোঝা উচিত, এটাই স্বাভাবিক ও সহজাত প্রক্রিয়া। তুমি হক জানতে চাইবে আল্লাহর কাছে। যুক্তি ও বুদ্ধির দাবিও এটাই।

হক হচ্ছে কোনো কিছুর হাকিকত সম্পর্কে জানা এবং মানবজীবন ও অস্তিত্বের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও গুঢ় রহস্য সম্পর্কে অবগত হওয়া। তাই যুক্তির দাবি এটাই, আমরা এই হাকিকত জানতে চাইব সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, মানবজীবন ও মানব অস্তিত্বের একমাত্র উৎস আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে।

হক হচ্ছে আদালতের সংবিধান, যা মানুষের মাঝে বিচার-ফয়সালা করে এবং তাদের দায়িত্ব ও অধিকার বণ্টন করে ইনসাফের সাথে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার ও দলকে তার প্রাপ্য যথাযথ অধিকার প্রদান এবং তার কাছ থেকে অন্যের পাওনা অধিকারগুলো দাবি করে। তাই এই হকের উৎস মানুষের রব ছাড়া অন্য আর কেউ হতে পারে না, যিনি সৃষ্টি করেছেন তারপর (এই সৃষ্টিকে) বিন্যস্ত করেছেন, যিনি জানেন বান্দাদের কী প্রয়োজন, কীসে তাদের কল্যাণ এবং কীসে তাদের ক্ষতি। সকল বান্দাই তাঁর কাছে সমান। তিনি তাদের রব আর তারা তার বান্দা। তিনি কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের পক্ষাবলম্বন করে বিধান দেন না। তিনি নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণি, জাতি, লিঙ্গকে প্রাধান্য দেন না, প্রাধান্য দেন না নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চল বা যুগের অধিবাসীদেরও; সবাই তাঁর কাছে সমান।

হক হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্বের আইন বা মাপকাঠি, যা মানুষের স্বভাব-চরিত্রকে শৃঙ্খলিত করে, সুবিন্যস্ত করে তাদের চালচলন, উৎকর্ষ সাধন করে তাদের আত্মার, মার্জিত করে তাদের ফিতরাত এবং ব্যক্তি ও সমাজের আখলাককে সর্বোচ্চ কামালিয়াতে পৌঁছে দেয়। তাই এই ব্যাপারে হক জানা যেতে পারে কেবলই তাঁর কাছ থেকে, যিনি মানবাত্মা ও তাদের ফিতরাত সৃষ্টি করেছেন, যিনি সবচেয়ে বেশি জানেন—কী মানুষের সংশোধন আনবে আর কী তাদের কলুষিত করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ...

‘আল্লাহ জানেন কে উপকারকারী আর কে অনিষ্টকারী।’^{২৭}

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ-

‘যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।’^{২৮}

স্বাভাবিকভাবেই মানুষকে সংশোধনের পন্থা ও উপায় সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি যিনি জানবেন, তিনি হলেন তাদের খালিক—সৃষ্টিকর্তা। আর মানুষের একমাত্র খালিক হচ্ছেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন। তাহলে কেন মানুষ তার নিজের সংশোধনের পন্থা তার রব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে তালাশ করবে? আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ-

‘অতএব, সকল প্রশংসা আল্লাহরই; যিনি আসমানসমূহের রব, জমিনের রব এবং সকল সৃষ্টির রব।’^{২৯}

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জানেন, এই দিকটি ছাড়াও তিনি তাদের প্রতি সবচেয়ে দয়ালু, মেহেরবান; এমনকি তাদের পিতা-মাতার চেয়েও বেশি মেহেরবান। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ-

‘নিশ্চয় তিনি কৃপাময়, পরম দয়ালু।’^{৩০}

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَكَرُّؤُفٌ رَّحِيمٌ-

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়োই দয়ালু, পরম দয়ালু।’^{৩১}

—এবার ছাত্রটি বলল : আসমানি কিতাব তাহলে অন্য মিজান অর্থাৎ আকলি মিজানের জন্য কী বাকি রেখেছে? কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে, ওহি আকলের বিবেচনার জন্য কী ছেড়ে দিয়েছে?

—উসতাজ জবাব দিলেন : আকলি মিজানের বিবেচনার জন্য কিতাবি মিজান বা ওহি বিভিন্ন বিষয়াদিতে অনেক কিছুই রেখে দিয়েছে।

এক. আকিদার সবচেয়ে বড়ো দুটি হাকিকতের হিদায়াত লাভের ব্যাপারটি ওহি আকলের ওপর ছেড়ে দিয়েছে।

প্রথম হাকিকতটি হচ্ছে—আল্লাহ তায়ালায় অস্তিত্ব ও তাঁর তাওহিদ (একত্ববাদ)। বিশুদ্ধ ফিতরাত যেমনিভাবে আল্লাহর অস্তিত্বের দাবি করছে, ঠিক তেমনিভাবে সঠিক চিন্তাভাবনা ও সুস্পষ্ট আকলও সদাসর্বদা একই সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে। তাই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই, কুরআন যখন এই সৃষ্টিজগৎ ও মানুষের নিজ সত্তার মাঝে থেকেই আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে দলিল হাজির করে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ-

‘নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।’^{৩২}

^{২৯} সূরা জাসিয়া : ৩৬

^{৩০} সূরা তুর : ২৮

^{৩১} সূরা হজ : ৬৫

^{৩২} সূরা আলে ইমরান : ১৯০

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ- أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ-

‘তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি তারা আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছে? বরং তারা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে না।’^{৩৩}

এ ছাড়াও আল্লাহর একত্ববাদের ব্যাপারেও কুরআন আমাদের কাছে হাজির করছে অগণিত অসংখ্য আকলি দলিল। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ- لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ- أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلَهِةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ...

‘যদি এতদুভয়ের (আসমান ও জমিনের) মাঝে আল্লাহ ব্যতীত আরও অনেক ইলাহ থাকত, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব, তারা যা বর্ণনা করে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ কতই-না পবিত্র। তিনি যা করেন, সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না; বরং তাদেরই জিজ্ঞাসা করা হবে। তারা কি তাঁকে ছাড়া বহু ইলাহ গ্রহণ করেছে? বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ দাও।’^{৩৪}

অন্য স্থানে আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেন—

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ-

‘আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোনো ইলাহও নেই; যদি থাকত, তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অন্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যা বলে, তা হতে আল্লাহ কতই-না পবিত্র!’^{৩৫}

দ্বিতীয় হাকিকতটি হচ্ছে—ওহি, নবুয়ত ও রিসালাতের প্রামাণ্যতা। আকলই আমাদের কাছে ওহির বাস্তবতা প্রমাণ করে। আকলই আমাদের বলে দেয়, নির্দিষ্ট এই লোকটিই (মুহাম্মাদ সা.) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।

ওহি, নবুয়ত ও রিসালাতের প্রামাণ্যতার ব্যাপারে আকলই একমাত্র ফয়সালাকারী, সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ বিচারক। কেননা, নকল (Revealed Text) বা ওহির নসের দলিল দিয়ে আমরা এগুলো সাব্যস্ত করতে পারি না। এগুলোর মাধ্যমে কীভাবে আমরা দলিল হাজির করব, অথচ এখনও এগুলোর প্রামাণ্যতা সাব্যস্ত হয়নি? (অর্থাৎ নবুয়ত, রিসালাত মেনে নেওয়ার আগে তো কারও কাছে নবুয়ত ও রিসালাতের সূত্রে পাওয়া ওহি বা নস দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে না।)

এ কারণেই আমাদের আলিমরা বলেছেন—‘আকল হচ্ছে নকলের মূল।’

^{৩৩} সূরা তুর : ৩৫-৩৬

^{৩৪} সূরা আশ্বিয়া : ২২-২৪

^{৩৫} সূরা মুমিনুন : ৯১

কেননা, আল্লাহ তায়ালায় অস্তিত্ব ও কামালিয়াতের ব্যাপারে আকল পরিতুষ্ট হয়ে মেনে নেওয়ার পরই সে বুঝতে পারবে, প্রজ্ঞাময় হাকিম ও দয়াময় রহিম আল্লাহর হেকমতের দাবিই হচ্ছে—তিনি তাঁর বান্দাদের উদ্দেশ্যহীনভাবে ছেড়ে দেবেন না; তাদের বিভ্রান্তি, জাহালত, পথভ্রষ্টতার অতল সাগরে ফেলে দেবেন না, ডুবে মরতে দেবেন না; বরং তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি তাঁর বান্দাদের কাছে ওহি পাঠানোর মাধ্যমে তাদের হিদায়াত দান করেন, বের করে আনেন তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে।

এ কথা বুঝে নেওয়ার পর যে কেউ নিজেকে আল্লাহর রাসূল দাবি করলেই আকল তাকে মেনে নেয় না; বরং আকল তার কাছে তার দাবির সত্যতার স্বপক্ষে প্রমাণ চায়। আকল দলিল তালাশ করে, সে যে নবুয়ত বা রিসালাতের দাবি করছে, এই দাবি তার নিজের পক্ষ থেকে না; বরং সে ইলাহি ইরাদারই প্রতিনিধিত্ব করছে, সে প্রতিনিধিত্ব করছে সেই মহান সত্তা আল্লাহ রব্বুল আলামিন, যিনি তাকে পাঠিয়েছেন। আকল নবুয়তের দাবিদারের কাছ থেকে মুজিজা তালাশ করে, তালাশ করে আয়াত (নিদর্শন)। কারণ, মুজিজা ও আয়াত পাঠানো আল্লাহ ছাড়া অন্য আর কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

আকলই পার্থক্য করে প্রকৃত মুজিজা ও ভেলকিবাজির মাঝে। কেননা মুজিজা আল্লাহর পাঠানো রাসূল ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকেই প্রকাশ পাওয়া সম্ভব না আর জাদুটোনা, ভেলকিবাজি প্রকাশ পায় কেবলই জাদুকর এবং দাজ্জালদের কাছ থেকে।

আকলই বুঝতে পারে, আল্লাহ তায়ালা যার মাধ্যমে এই মুজিজা বা অস্বাভাবিক কাজগুলো ঘটিয়েছেন, এটা তার সত্যবাদিতারই প্রমাণ এবং তার দাবির সত্যতার স্বপক্ষে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সত্যায়ন। তার এই মুজিজার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা যেন বলে দিচ্ছেন—

صَدَقَ عَبْدِي فِيَّائِيْلُغْ عَنِّي-

‘আমার বান্দা যা পৌঁছে দিচ্ছে, সে তাতে সত্যই বলেছে।’

আর, নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ তায়ালা কোনো মিথ্যাবাদীকে সত্যায়ন করেন না। কেননা কোনো মিথ্যুককে সত্যায়ন করাও মিথ্যার সমান। আর মিথ্যা আল্লাহ তায়ালায় জন্য অসম্ভব।

অতএব, রিসালাতের প্রামাণ্যতায় এযাবৎ যেই সকল যুক্তির অবতারণা আমরা করলাম, তার সবই আকলি যুক্তি। এই আকলিয়াত যদি না থাকত, তাহলে ওহির সত্যতাও প্রমাণ হতো না এবং এই দ্বীনও প্রতিষ্ঠিত হতো না।

রিসালাতের দাবি করা প্রতিটি ব্যক্তির জীবনাচার, আখলাক, স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, কাজকর্ম, কথাবার্তা ও চলাফেরা নিয়ে আকল চিন্তা-ফিকির করে। এতে করে সে যাতে জানতে পারে—রিসালাতের দাবি করা এই ব্যক্তিটি কি আল্লাহ তায়ালায় মনোনীত ব্যক্তি হওয়ার যোগ্য কি না? যদি যোগ্য না হয়, তাহলে সে তাকে অস্বীকার করবে এবং তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। এ কারণেই আল্লাহ রব্বুল আলামিন মুহাম্মাদ (সা.)-এর রিসালাত প্রমাণ করতে অবিশ্বাসী আকলদের লক্ষ করে পরিক্ষারভাবে জোরালো ঘোষণা করছে—

قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفَرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ
إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ-

‘বলুন, আমি তোমাদের কেবল একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি—তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু-দুজন অথবা এক-একজন করে দাঁড়াও, তারপর তোমরা চিন্তা করে দেখো—তোমাদের সাথির মধ্যে কোনো উন্মাদনা নেই। তিনি তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী মাত্র।’^{৩৬}

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে লক্ষ করে বলছেন—

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ-

‘(হে রাসূল) আপনি বলুন, আল্লাহ যদি চাইতেন, আমিও তোমাদের কাছে এটা তিলাওয়াত করতাম না এবং তিনিও তোমাদের এই বিষয়ে জানাতেন না। আমি তো এর আগে তোমাদের মাঝে জীবনের দীর্ঘ একটি কাল অবস্থান করেছি; তবুও কি তোমরা বুঝতে পারো না?’^{৩৭}

দুই. শরিয়্যার বিধিবিধান প্রণয়ন বা নস (Revealed Text) বোঝার ব্যাপারে ওহি আকলকে অবকাশ দিয়েছে। অর্থাৎ আকল নস বোঝার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে। আর এভাবেই সে উসুলের ওপর ভিত্তি করে শাখা-প্রশাখা বের করবে। শাখা-প্রশাখার ওপর কিয়াস করে ইসতিমবাত (উদ্ভাবন) করবে আরও নানাবিধ বিধিবিধান। নস বোঝার সময়, বিধিবিধান ইসতিমবাত করার সময় আকল বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ করবে, শরিয়্যার মৌলিক মূলনীতি বজায় রেখে মাসলাহাত আনতে ও মাফসাদাত দূর করতে চেষ্টা করবে। চেষ্টা করবে সহজতা আনতে, শরিয়্যার জরুরিয়্যাতকে তার যথাযথ মর্যাদা দিতে এবং সামগ্রিকভাবে উরফ (বিশুদ্ধ সামাজিক প্রচলন), কালিক ও স্থানিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নিতে।

নসকে বুঝতে গিয়ে আকল ব্যবহারে ফলেই সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন মাজহাব, চিন্তাকাঠামো। আর এভাবেই ওহির আলোকশিখায় আলোকিত আকল আমাদের জন্য রেখে গেছে এক বিশাল সমৃদ্ধ ফিকহি জ্ঞানভান্ডার, বৈশ্বিক আইনি ঐতিহ্যে যার রয়েছে অতুলনীয় মর্যাদা।

তিন. আখলাকি ময়দানে নৈতিকতার নানাবিধ ব্যাপার ওহি আকলের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। বিশেষত ওই সকল কর্মকাণ্ড বা বিষয়, যেখানে ভালোর সাথে মন্দের এবং হালালের সাথে হারাম মিশে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এসব ব্যাপারে ফয়সালা নেওয়ার দায়ভার ওহি ছেড়ে দিয়েছে আকলের ওপর। তাই নৈতিকতার উৎস ও আখলাকের মিজান বা মানদণ্ড হিসেবে অবশ্যই ওহির পাশাপাশি আকলকে বিবেচনায় রাখতে হবে।

এই ব্যাপারে আমাদের উসতাজ আল্লামা ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ দিরাজের চেয়ে অন্য কেউ আরও বলেছে, আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে বলে আমার জানা নেই। তিনি তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধ ‘কালিমাত ফি মাবাদিয়িল আখলাকে’ বলেছেন— ‘ফিলোসফাররা গর্ব করেন থাকেন, তারা ওহি ছাড়াও নৈতিকতার আরেকটি উৎস খুঁজে পেয়েছেন। আর সেই উৎসটি হচ্ছে—মানব আকল, অথবা সেই নৈতিক চেতনা, যা প্রতিটি মানুষের মাঝেই সত্তাগতভাবে লুক্কায়িত থাকে।

এই সকল ফিলোসফারদের জেনে রাখা উচিত, তারা ইসলামি প্রস্তাবনা থেকে ভিন্নতর বা নতুন কিছু নিয়ে আসেনি। ইসলামি শরিয়াহ স্বয়ং বিশুদ্ধ আকল ও পরিশুদ্ধ অনুভূতির কাছে ফিরে যায়, তাদের দ্বারস্থ হয়। কেননা, এগুলো কেবল তার সত্যতার পক্ষেই সাক্ষ্য দেয় না; বরং শ্রোতার কাছে তার বিধানাবলিকে আরও শক্তিশালী করে তুলে ধরে। এসব আলোচনা একটু আগেই আমরা করে এসেছি।

বরং ইসলামি শরিয়াহ তিন তিনটি পর্যায়ে তাদের বিচারক, সালিশ মেনে নেয় এবং তাদের আদেশ-নিষেধের অধিকার প্রদান করে। এই পর্যায় তিনটি হচ্ছে—

- শরিয়াহ নাজিল হওয়ার আগে,
- শরিয়াহ নাজিল হওয়ার সময়ে এবং
- শরিয়াহ নাজিল শেষ হওয়ার ও পরিপূর্ণতা পাওয়ার পর।

শরিয়াহ নাজিল হওয়ার আগের পর্যায় বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে—ফিতরাত বা সত্তাগতভাবেই কুরআন মানুষকে ভালো ও মন্দ; আদালত ও জুলম; তাকওয়া ও পাপাচারিতার মাঝে তফাত করার ক্ষমতা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا- فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا-

‘শপথ নফসের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তার। তারপর তাকে তার সৎকাজের এবং তার অসৎকাজের জ্ঞান দান করেছেন।’^{৩৮}

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ- وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ-

‘বরং মানুষ নিজের সম্পর্কে সম্যক অবগত; যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে।’^{৩৯}

তারপর আল্লাহ তায়ালা আকলকে ভালো ও মন্দের মাঝে তফাতকারী শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেই ইতি টানেননি; বরং তিনি এটাকে আদেশ-নিষেধ করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। যারা আকলের এই আদেশ-নিষেধের অনুসরণ করবে না, কুরআন তাদের সীমালঙ্ঘনকারী ও পথভ্রষ্ট হিসেবে শাসিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَاهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ-

‘নাকি তাদের বিবেকবুদ্ধি তাদের এ আদেশ দিচ্ছে? বরং তারা এক সীমালঙ্ঘনকারী কওম।’^{৪০}

^{৩৮} সূরা শামস : ৭, ৮

^{৩৯} সূরা কিয়ামাহ : ১৪, ১৫

তাই আকল যখন কোনো ব্যাপারে ভালো-মন্দের পথ আলাদা করে দেবে, আমাদের তা মেনে চলতে হবে। কেননা, কুরআনি এই আয়াত বর্ণনা করার পর আকলের আদেশ-নিষেধ মেনে নেওয়ার আবশ্যিকতার ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ-সংশয় থাকতে পারে না। এ ছাড়াও সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ রিসালাতের অধিকারী আমাদের নবি মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন—

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَاِعْظَمَ مِنْ نَفْسِهِ، يَأْمُرُهُ وَيَنْهَاهُ-

‘আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো বান্দার ভালো চান, তখন তার জন্য তার নিজের ভেতর থেকেই এমন এক উপদেশদাতা ঠিক করে দেন, যা তাকে আদেশ করে এবং নিষেধ করে।’

নিশ্চয়ই ইসলাম মানুষের নৈতিকতার ব্যাপারে আকলের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে, একটু আগেই এটা আমরা ব্যাখ্যা করে এসেছি। পশ্চিমা দার্শনিকরা মনে করে, দর্শনের সাগর অবগাহন করে নৈতিকতার এই উৎসকে তারাই কেবল আবিষ্কার করেছে। তারা এর নাম দিয়েছে ‘The Function of Conscience’। অথচ তারা এটা আবিষ্কার করার বহু আগেই ইসলামি শরিয়াহ নাজিল ও কায়েম হওয়ারও আগে ইসলাম আকলের এই স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে।

এবার আমরা আলোচনা করব আসমানি শরিয়াহ নাজিল হওয়ার সময় এবং নাজিল হওয়ার পর আকলের কর্তৃত্বের ব্যাপারে ইসলামি দৃষ্টিকোণ নিয়ে। শরিয়াহ নাজিল হওয়ার পর এবং মানুষের কাছে তা পৌঁছে যাওয়ার পর কি ইসলাম আকলের কর্তৃত্বকে রহিত করে দিয়েছে, যেমনিভাবে পানির উপস্থিতি তায়াম্মুমকে বাতিল করে দেয়?

না, কখনোই না। এমনটি কখনোই হতে পারে না। কেননা, একটি আলো অন্য আরেকটি আলোকে রহিত করে করে না; বরং একটি আলোকে—

- হয়তো অন্য আলোকে সুদৃঢ় করে এবং তাকে সাহায্য করে;
- নয়তো তার রসদ জোগায় এবং তাকে বড়ো করে তোলে;
- নয়তো তাকে পরিপূর্ণতা দান করে এবং তার বৃদ্ধি ঘটায়।